মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন-২০২২

গবেষণা বিভাগ

মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং

বাংলাদেশ ব্যাংক

এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা ই-মেইলঃ sm.sumon@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং nazmun.mily@bb.org.bd তে পাঠানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন, ২০২২)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৬২৯৯.০৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০৮১.২৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২২ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৪৩ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১৩.৬২ শতাংশ) তুলনায় কম। *পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাসমান ধারা মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৫৬২৭.১২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৭১৭.৫০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২২ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬.১০ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১০.১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি বেশি হলেও তা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম ছিল।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৩.৬৬ শতাংশ যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৮০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৮.৩৫ শতাংশের তুলনায় বেশি। *কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব হ্রাসের প্রেক্ষিতে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় কিছুটা সক্রিয় হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হলেও তা লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি ছিল।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩২১১.৫৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৭১.৬২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। জুন'২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ০.২৬ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ২২.৩৫ শতাংশের তুলনায় কম। *বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'২২ শেষের যথাক্রমে ৫.৭৫ শতাংশ এবং ৬.২২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.১৫ শতাংশ এবং ৭.৫৬ শতাংশ। *মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

তারল্য ও সুদ হার পরিস্থিতি

- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ জুন'২২ শেষে দাঁড়ায় ৪৩১৯.২৯ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৪২৫৫.৫৫ বিলিয়ন টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৪৩৫৮.২৮ বিলিয়ন টাকা। *দেশের আমদানি ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের নগদ মার্জিন হার পুনঃনির্ধারণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তরল সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- আমানত এবং আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৩.৯৭ শতাংশ এবং ৭.০৯ শতাংশে দাঁড়ায়। *আগামের সুদের হার হ্রাস পাওয়ার পেছনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদহারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৪.৭৮ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩৫.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২৬২৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৭.০১ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৭.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০৯৭১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.২২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭৩৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- *আমদানি ব্যয় হ্রাস ও রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ঘাটতি কিছুটা হ্রাস পেলেও আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্তের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় কম হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা টাকার বিনিময় হারের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।*
- জুন'২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১৮২৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে ৪.৬ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান।
- জুন'২২ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় শতকরা ৭.৭৬ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ৯৩.৪৫ টাকায় দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন, ২০২২)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ১৭.৭৭ শতাংশ, যার বিপরীতে জুন'২২ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৬.১০ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ১৪.৮০ শতাংশ, যার বিপরীতে জুন'২২ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৩.৬৬ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল ৫.৩০ শতাংশ যা জুন'২২ শেষে প্রকৃতপক্ষে ৬.১৫ শতাংশে দাঁড়ায়। মার্চ'২২ শেষের তুলনায় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়ায় জুন'২২ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় হ্রাস সত্ত্বেও মূলতঃ রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ (inflow) বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি কিছুটা নিম্নমুখী হওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৫৯৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ৪৫৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৬২৯৯.০৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০৮১.২৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ০.৫৭ শতাংশ ও ৫.২০ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ২.২০ শতাংশ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৫.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২২ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৪৩ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১৩.৬২ শতাংশ) তুলনায় কম। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাসমান ধারা মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, জুন'২২ শেষে বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ৪.৭৪ শতাংশ, যা জুন'২১ শেষে ২৮.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একইসময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৪.০৩ শতাংশ, উল্লেখ্য, জুন'২১ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.৪৯ শতাংশ (চার্ট-১)।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

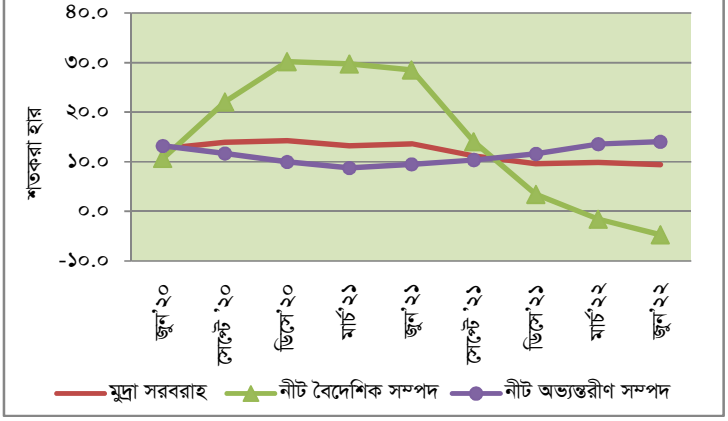

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

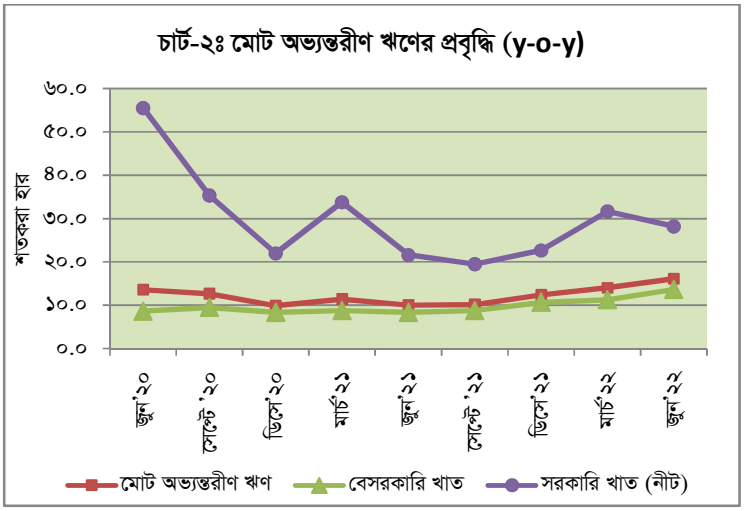

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৫৬২৭.১২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৭১৭.৫০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১.৯৯ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২২ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬.১০ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১০.১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি উজ্জীবিত হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত (cumulative) নীট ঋণ[১] এর স্থিতি মার্চ, ২০২২ শেষের তুলনায় ২০.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৩৩.১৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২২ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২৮.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২২.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ৩.৯৭ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৪.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২.২৩ শতাংশ এবং ২.৪৫ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৩.৬৬ শতাংশ যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৮০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৮.৩৫ শতাংশের তুলনায় বেশি (চার্ট-২)। কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব হ্রাসের প্রেক্ষিতে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় কিছুটা সক্রিয় হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে এবং তা লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ জুন ২০২১ শেষের ৮২.৫৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২ শেষে দাঁড়ায় ৮০.৮৩ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ২.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৪২.২৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩.৪৫ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৫.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২২ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৪.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যেখানে জুন'২২ এ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১০.৩৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮.৫৯ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

[১] accrued interest সহ

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩২১১.৫৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৭১.৬২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ০.৭৮ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১৪.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদে দায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ২৩৬.০০ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে (-) ৫.২৩ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩৪৪৭.৫৬ বিলিয়ন টাকা থেকে ০.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৭৬.৮৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নীট্ ঋণের পরিমাণ ৪২১.২৬ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৭৩.৪০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ০.২৬ শতাংশ, যা জুন'২২ এ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ২২.৩৫ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম (চিত্র-৩)। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

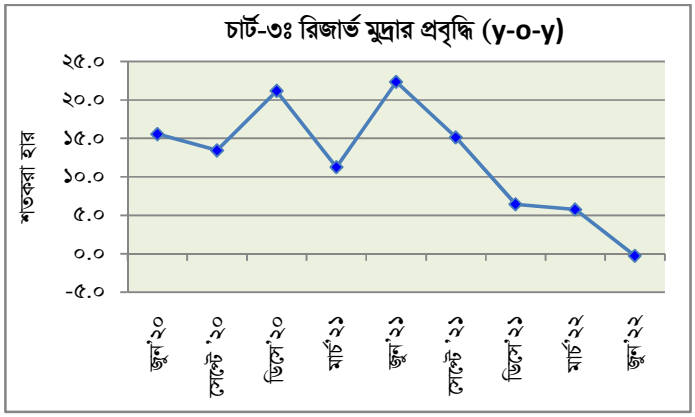

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

জুন'২২ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩১৯.২৯ বিলিয়ন টাকা, যা মার্চ'২২ এবং জুন'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৪২৫৫.৫৫ বিলিয়ন ও ৪৩৫৮.২৮ বিলিয়ন টাকা। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মোট তরল সম্পদের মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ (unencumbered approved securities) এর পরিমাণ ৩২২৬.৯৬ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭৪.৭১ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৮৯৭.৬৮ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২০.৭৮ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের (cash in hand) পরিমাণ ১৯৪.৬৫ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.৫১ শতাংশ) (চার্ট-৪ এবং ৫)। দেশের আমদানি ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের নগদ মার্জিন হার পুনঃনির্ধারণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তরল সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

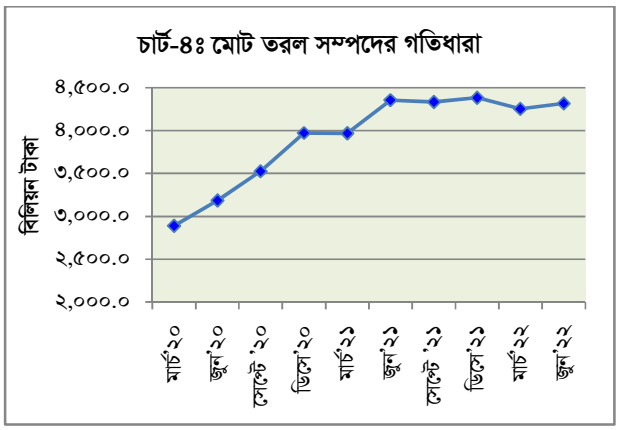

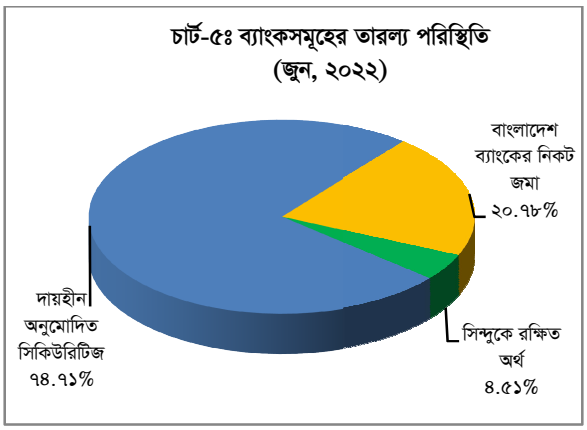

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

জুন'২২ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৪.০১ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৪.১৩ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৯৭ শতাংশ। একইসাথে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৭.১১ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৭.৩৩ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.০৯ শতাংশ। বাজারভিত্তিক আগামের সুদের হার হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট পর্যাপ্ত তারল্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদহারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (spread) বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.১২ শতাংশ, যা মার্চ'২২ শেষে ছিল ৩.১০ শতাংশ।

চার্ট-৬ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

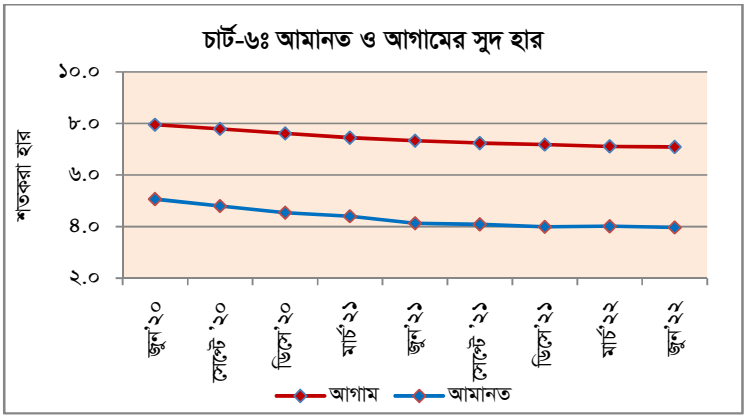

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মূল্যস্ফীতি

গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'২২ শেষের যথাক্রমে ৫.৭৫ শতাংশ এবং ৬.২২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.১৫ শতাংশ এবং ৭.৫৬ শতাংশ। মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.০৫ শতাংশ ও ৬.৩১ শতাংশ, যা মার্চ'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৪৭ শতাংশ ও ৬.১৯ শতাংশ।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

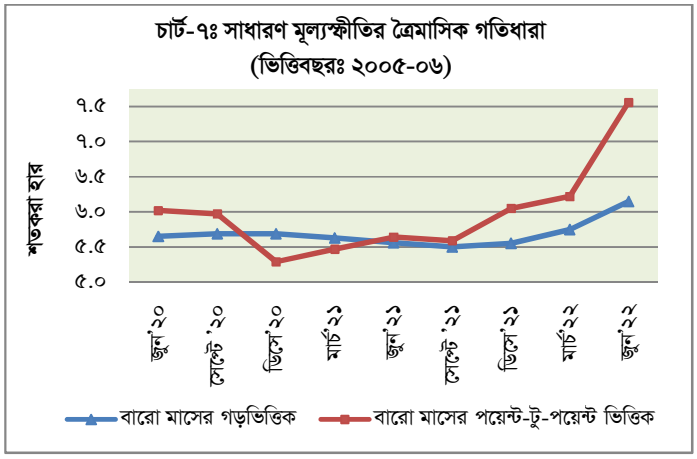

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮.৩৭ শতাংশ ও ৬.৩৩ শতাংশ, যা মার্চ'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.৩৪ শতাংশ ও ৬.০৪ শতাংশ।

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আওতায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচী জোরালো হওয়ার সূত্রে বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। ফলে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী ও ভোজ্য তেলসহ সকল ধরণের পণ্য (খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত) মূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি ঘটায় চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে সাধারণ গড় মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার (৫.৩ শতাংশ) মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভবপর হয়নি

বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনীতে তুলে ধরা হলো।

৫। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। আলোচ্য এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে দুটি ধাপে রেপো সুদহার পরিবর্তিত করা হয়েছে। মনিটারি পলিসি কমিটি'র ৫৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৯ মে ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত করা হয়, যা পরবর্তীতে মনিটারি পলিসি কমিটি'র ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩০ জুন ২০২২ তারিখে বার্ষিক শতকরা ৫.০০ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.৫০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত ছিল।

কল মানিঃ এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪৩৩৪.৭৮ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৬১৯.১১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬.১৬ শতাংশ কম। কলমানি বাজারে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেলেও গড় ভারীত সুদহার মার্চ'২২ শেষের ২.৬৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২২ শেষে ৪.৮৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

রেপোঃ এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৫৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১-৪ দিন মেয়াদি ১৫৫১.৪৭ বিলিয়ন টাকার ১৭০৬টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ১১১.০৯ বিলিয়ন টাকার ১৮৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো-এর ৮টি নিলাম এবং উক্ত নিলামসমূহে ১-৩ দিন মেয়াদি ৮৭.৮৬ বিলিয়ন টাকার ১০৫টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

রিভার্স রেপোঃ মুদ্রাবাজারে তারল্য চাপ অনুভূত হওয়ায় বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৫৫৭.৩৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৬৩.১০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৫৫১টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, সর্বমোট ১৯৪.২৪ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ১৮৭.০১ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ২৪৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ২৭৩.৯৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৫.৩০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৫৪৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, ১২৮.৬৪ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ১৪২.৮৭ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ৪২৭টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৫.৮৫০০ শতাংশ থেকে ৮.৪৮৩৫ শতাংশ এবং ৫.৮৫০০ শতাংশ থেকে ৮.৬৫০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১২২.৭৫ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল-বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা ও মুদ্রা সরবরাহ মুদ্রানীতির নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, ৩০ জুন, ২০২২ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

৬। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৭৮ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩৫.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২৬২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.০১ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৭.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০৯৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.২২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭৩৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় হ্রাস সত্ত্বেও মূলতঃ রেমিট্যন্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি কিছুটা হ্রাস পায়। এরই ফলশ্রুতিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৫৯৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ৪৫৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়া, আলোচ্য সময়কালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) হ্রাসের ফলে আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২১৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ালেও লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (overall balance) ২২৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্তের চেয়ে চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ বেশি হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে, যা টাকার বিনিময় হারের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৭। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। জুন, ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১৮২৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৮), যা বর্তমানে ৪.৬ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। মার্চ, ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৪১৪৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৪.৬ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, জুন, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৬৩৯১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল উক্ত সময়ের ৫.৮ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬৯৬৭.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চার্ট-৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

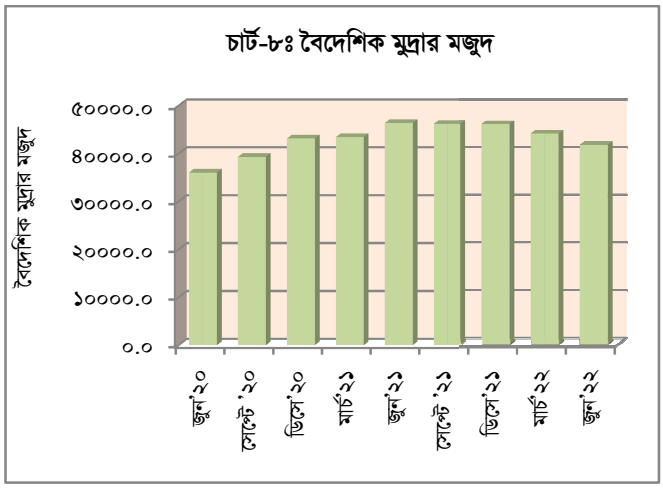

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

জুন, ২০২২ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৭.৭৬ ভাগ এবং ৯.২৫ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ৯৩.৪৫ টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট-৯)। মার্চ, ২০২২ এবং জুন, ২০২১ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ৮৬.২০ এবং ৮৪.৮১ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতির প্রেক্ষিতে চলতি অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতি চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা প্রশমনে চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে যথাক্রমে ৩৫৮০.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৫৫৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করলেও কোন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সর্বমোট ৭৬২১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ২১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে।

চার্ট-৯ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

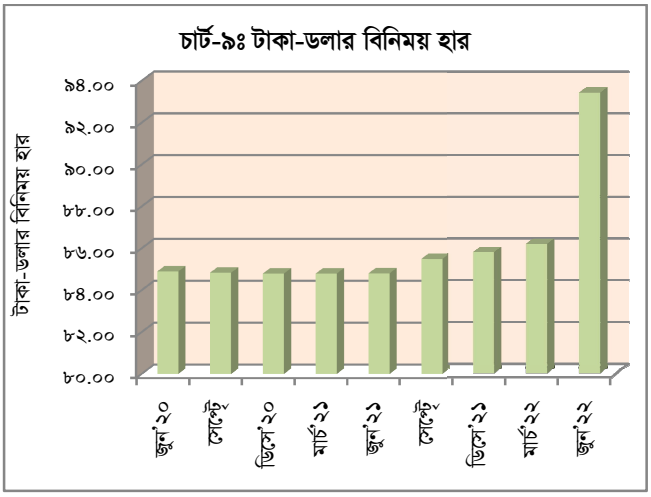

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate)

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক মার্চ, ২০২২ শেষের ১১৫.৪৯ থেকে ৩.২৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন, ২০২২ শেষে ১১১.৭২ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.০১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৯। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের হার যৌক্তিকীকরণ করে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে জুলাই ০১, ২০২২ থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আমানতের সুদ/মুনাফার হার সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ এবং সকল প্রকার ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার সর্বোচ্চ ১১ শতাংশ কার্যকর করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (ডিএফআইএমঃ ১৮/০৪/২০২২)
- আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে "ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ" সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিজস্ব তহবিল থেকে ১০০.০০ কোটি টাকার ৩ বছর মেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী সমস্ত তফসিলি ব্যাংক এই স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা নিশ্চিত করে ব্যাংক প্রতিটি ঋণগ্রাহীতার জন্য ন্যূনতম ৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা বিতরণ করতে পারবে। (বিআরপিডি ০২/০৬/২০২২)
- দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতি মোকাবেলাসহ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে পূর্বে প্রদত্ত ঋণ আদায় ব্যতিরেকে শস্য, মৎস্য, পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাতে প্রকৃত চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে দ্রুত নতুন ঋণ বিতরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে গঠিত ৩০০০ কোটি টাকার বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ব্যাংকের অব্যবহৃত স্থিতির ন্যূনতম ৪০ শতাংশ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে বিতরণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (এসিডি ০৫/০৬/২০২২)
- সিএমএসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' শিরোনামে যে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তার আওতায় শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তাগণই ঋণ ও প্রণোদনা সুবিধা প্রাপ্ত হবেন এবং অত্র স্কীমের আওতায় ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে সুদের হার সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ এবং যথাযথভাবে ও নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ/সমন্বয় করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গ্রাহকগণ ১ শতাংশ হারে ইনসেনটিভ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন এবং একইসাথে ঋণ ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ১ শতাংশ হারে প্রণোদনা সুবিধাপ্রাপ্ত হবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (এসএমইএসপিডি ২০/০৬/২০২২)
- মনিটারি পলিসি কমিটি'র ৫৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৯ মে ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যা পরবর্তীতে মনিটারি পলিসি কমিটি'র ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩০ জুন ২০২২ তারিখে বার্ষিক শতকরা ৫.০০ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.৫০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকার নির্দেশনা রয়েছে।(এমপিডি ২৯/০৫/২০২২ ও ৩০/০৬/২০২২)
- অনলাইন/ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তরকে সহজ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে অর্থ স্থানান্তরের সর্বোচ্চ সীমা ব্যাংক তার স্বীয় ঝুঁকি এবং গ্রাহকের ট্রানজেকশন প্রোফাইল বিবেচনায় নিজেই নির্ধারণ করবে এবং ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB)-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (IBFT) এর দৈনিক এবং একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা অপরিবর্তিত রেখে দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সংখ্যার শর্তাবলী রহিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।(পিএসডি ২৮/০৪/২০২২)
- কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং বহিঃবিশ্বে যুদ্ধাবস্থার কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রেক্ষিতে দেশের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত রাখার লক্ষ্যে আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে নগদ মার্জিন হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অত্যাবশকীয় পণ্য আমদানির বিপরীতে ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে নগদ মার্জিন হার ন্যুনতম ২৫ শতাংশ এবং মোটর কার, হোম অ্যাপ্লায়েন্স হিসেবে ব্যবহৃত ইলেকট্রিকাল এবং

ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ন্যুনতম ৭৫ শতাংশ নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (বিআরপিডি ১০/০৫/২০২২)

উপসংহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব কিছুটা বিদ্যমান থাকলেও সার্বিকভাবে দেশের মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। এ সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অধিকন্ত, অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে ঋণ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনা, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদের ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগের গতিধারা সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ এপ্রিল-জুন, ২০২২ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন	মার্চ	ডিসেম্বর	জুন	মার্চ	জুন	পরিবর্তন সমূহ				
	২০২২	২০২২	২০২১	২০২১	২০২১	২০২০	মার্চ'২২ এর	ডিসেম্বর'২১ এর	মার্চ'২১ এর	জুন'২১ এর	জুন'২০ এর
							তুলনায় জুন'২২	তুলনায় মার্চ'২২	তুলনায় জুন'২১	তুলনায় জুন'২২	তুলনায় জুন'২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৬৪২.২৬	৩৫৬৪.০১	৩৬৯১.৫৫	৩৮২৩.৩৮	৩৬২১.৯৮	২৯৭৩.৩৬	৭৮.২৫	-১২৭.৫৪	২০১.৪০	-১৮১.১২	৮৫০.০২
							(২.২০)	-(৩.৪৫)	(৫.৫৬)	-(৪.৭৪)	(২৮.৫৯)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৩৪৩৮.৯৭	১২৭৩৫.০৬	১২৫১৪.৮০	১১৭৮৫.৫৮	১১২১৫.৯৬	১০৭৬৩.৯৯	৭০৩.৯১	২২০.২৬	৫৬৯.৬২	১৬৫৩.৩৯	১০২১.৫৯
							(৫.৫৩)	(১.৭৬)	(৫.০৮)	(১৪.০৩)	(৯.৪৯)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৬৭১৭.৫০**	**১৫৬২৭.১২**	**১৫৩২১.৮৭**	**১৪৩৯৮.৯৯**	**১৩৭০৭.৩৪**	**১৩০৭৬.৩৪**	১০৯০.৩৮	৩০৫.২৫	৬৯১.৬৫	২৩১৮.৫১	১৩২২.৬৫
							(৬.৯৮)	(১.৯৯)	(৫.০৫)	(১৬.১০)	(১০.১১)
i) সরকারি খাত (নীট)	২৮৩৩.১৫	২৩৫৪.৯৪	২৩৪৫.৪৪	২২১০.২৬	১৭৮৯.১২	১৮১১.৫১	৪৭৮.২১	৯.৫০	৪২১.১৪	৬২২.৮৯	৩৯৮.৭৫
							(২০.৩১)	(০.৪১)	(২৩.৫৪)	(২৮.১৮)	(২২.০১)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩৭১.৯৯	৩৫৭.৭৯	৩৪৩.৯৬	৩০০.১৮	৩১৪.৩৯	২৯২.১৫	১৪.২০	১৩.৮৩	-১৪.২১	৭১.৮১	৮.০৩
							(৩.৯৭)	(৪.০২)	-(৪.৫২)	(২৩.৯২)	(২.৭৫)
iii) বেসরকারি খাত	১৩৫১২.৩৬	১২৯১৪.৩৯	১২৬৩২.৪৭	১১৮৮৮.৫৫	১১৬০৩.৮৩	১০৯৭২.৬৮	৫৯৭.৯৭	২৮১.৯২	২৮৪.৭২	১৬২৩.৮১	৯১৫.৮৭
							(৪.৬৩)	(২.২৩)	(২.৪৫)	(১৩.৬৬)	(৮.৩৫)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩২৭৮.৫৩	-২৮৯২.০৬	-২৮০৭.০৭	-২৬১৩.৪১	-২৪৯১.৩৮	-২৩১২.৩৫	-৩৮৬.৪৭	-৮৪.৯৯	-১২২.০৩	-৬৬৫.১২	-৩০১.০৬
							(১৩.৩৬)	(৩.০৩)	(৪.৯০)	(২৫.৪৫)	(১৩.০২)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৭০৮১.২৩**	**১৬২৯৯.০৭**	**১৬২০৬.৩৫**	**১৫৬০৮.৯৬**	**১৪৮৩৭.৯৪**	**১৩৭৩৭.৩৫**	৭৮২.১৬	৯২.৭২	৭৭১.০২	১৪৭২.২৭	১৮৭১.৬১
							(৪.৮০)	(০.৫৭)	(৫.২০)	(৯.৪৩)	(১৩.৬২)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪২৫৯.০৫	৩৭৫৫.৫৫	৩৭৯৩.১১	৩৭৫৮.২৯	৩২৯৭.৭৮	৩২৮২.৬৪	৫০৩.৫০	-৩৭.৫৬	৪৬০.৫১	৫০০.৭৬	৪৭৫.৬৫
							(১৩.৪১)	-(০.৯৯)	(১৩.৯৬)	(১৩.৩২)	(১৪.৪৯)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৩৬৪.৪৯	২১২৬.৮৭	২১০৭.২৩	২০৯৫.১৮	১৮৪২.১৬	১৯২১.১৫	২৩৭.৬২	১৯.৬৪	২৫৩.০২	২৬৯.৩১	১৭৪.০৩
							(১১.১৭)	(০.৯৩)	(১৩.৭৩)	(১২.৮৫)	(৯.০৬)
ii) তলবি আমানত	১৮৯৪.৫৬	১৬২৮.৬৯	১৬৮৫.৮৮	১৬৬৩.১১	১৪৫৫.৬২	১৩৬১.৪৯	২৬৫.৮৭	-৫৭.১৯	২০৭.৪৯	২৩১.৪৫	৩০১.৬২
							(১৬.৩২)	-(৩.৩৯)	(১৪.২৫)	(১৩.৯২)	(২২.১৫)
খ) মেয়াদি আমানত	১২৮২২.১৮	১২৫৪৩.৫১	১২৪১৩.২৪	১১৮৫০.৬৭	১১৫৪০.২	১০৪৫৪.৭১	২৭৮.৬৭	১৩০.২৭	৩১০.৫১	৯৭১.৫১	১৩৯৫.৯৬
							(২.২২)	(১.০৫)	(২.৬৯)	(৮.২০)	(১৩.৩৫)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৪৭১.৬২	৩২১১.৫৬	৩২৩৬.৬৬	৩৪৮০.৭২	৩০৩৬.৬১	২৮৪৪.৮৩	২৬০.০৬	-২৫.১০	৪৪৪.১১	-৯.১০	৬৩৫.৮৯
							(৮.১০)	-(০.৭৮)	(১৪.৬৩)	-(০.২৬)	(২২.৩৫)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৪৭৬.৮৫	৩৪৪৭.৫৬	৩৫৪৬.০৭	৩৬৬৯.১৭	৩৪৬৮.৪১	২৮৬০.৪১	২৯.২৯	-৯৮.৫১	২০০.৭৬	-১৯২.৩২	৮০৮.৭৬
							(০.৮৫)	-(২.৭৮)	(৫.৭৯)	-(৫.২৪)	(২৮.২৭)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৫.২৩	-২৩৬.০০	-৩০৯.৪১	-১৮৮.৪৫	-৪৩১.৮০	-১৫.৫৮	২৩০.৭৭	৭৩.৪১	২৪৩.৩৫	১৮৩.২২	-১৭২.৮৭
							-(৯৭.৭৮)	-(২৩.৭৩)	-(৫৬.৩৬)	-(৯৭.২২)	(১১০৯.৫৬)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	৫৪৯.৩	১২৮.০৪	৫৪.৬৪	১৭২.৮৬	-৯৭.৯৯	৪২১.১৭	৪২১.২৬	৭৩.৪০	২৭০.৮৫	৩৭৬.৪৪	-২৪৮.৩১
সরকারের নীট ঋণ							(৩২৯.০১)	(১৩৪.৩৩)	-(২৭৬.৪১)	(২১৭.৭৭)	-(৫৮.৯৬)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪১৮২৭.০০	৪৪১৪৭.০০	৪৬১৫৪.০০	৪৬৩৯১.০	৪৩৪৪১.০	৩৬০৩৭.০০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৪৩১৯.২৯	৪২৫৫.৫৫	৪৩৮৩.৭৪	৪৩৫৮.২৮	৩৯৭০.০৪	৩১৮৪.৪০					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	৩২২৬.৯৬	৩১৬৫.৬৫	৩২৫৬.৮৭	২৯৭০.৭৮	২৭৭৮.৪০	২২৬৩.৪৩					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৯৩.৪৫	৮৬.২০	৮৫.৮০	৮৪.৮১	৮৪.৮০	৮৪.৯০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১১.৭২*	১১৫.৪৯	১১৫.৫০	১১০.৪১	১১২.৪১	১১২.৯৯					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৬.১৫	৫.৭৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৬৩	৫.৬৫					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রাক্কলিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।